যুগান্তর

11 JAN 2017

ভুলেভরা পাঠ্যবই প্রত্যাহারের দাবি ৮৫ বিশিষ্ট নাগরিকের

যুগান্তর রিপোর্ট

পাঠ্যবইয়ে সাম্প্রদায়িক ও ধর্মীয় বৈষম্যমূলক বিষয় অন্তর্ভুক্তি, দেশের গুরুত্বপূর্ণ ও প্রগতিশীল লেখকদের লেখা বাদ দেয়াসহ নানা অসঙ্গতির তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন দেশের ৮৫ বিশিষ্ট নাগরিক। পাশাপাশি পাঠ্যবইয়ের নানা ভুলের কথা তুলে ধরে এসব বই প্রত্যাহারের জোর দাবি জানিয়েছেন তারা। মঙ্গলবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক যৌথ বিবৃতিতে তারা বলেন, শিক্ষার্থীদের সাম্প্রদায়িক ও কূপমণ্ডূক হওয়ার পথ তৈরি করা হচ্ছে এসব বই তাদের হাতে তুলে দিয়ে। শিক্ষার্থীদের আধুনিক ও মানবিক একটি রাষ্ট্রের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে এসব বইয়ের মাধ্যমে শিক্ষাদান বন্ধ করতে হবে। যারা পাঠ্যপুস্তকে ধর্মীয় বৈষম্যমূলক বিষয় অন্তর্ভুক্তি এবং ভুল-ভ্রান্তির সঙ্গে যুক্ত তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বিবৃতিদাতাদের মধ্যে রয়েছেন— আহমেদ রফিক, কামাল লোহানী, যতীন সরকার, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, হায়াৎ মামুদ, সৈয়দ হাসান ইমাম, হাসান আজিজুল হক, সনৎ কুমার সাহা, অজয় রায়, সফিউদ্দিন আহমদ, কাজী মদিনা, আবুল মোমেন, রামেন্দু মজুমদার, লায়লা হাসান, কবি আসাদ চৌধুরী, দ্বিজেন শর্মা, মাসুনুর রশিদ, নাসির উদ্দীন ইউসুফ প্রমুখ।

বিবৃতিতে বলা হয়, ইংরেজি নতুন বছরের প্রথম দিনেই বিনা মূল্যে সব শিক্ষার্থীর হাতে পাঠ্যবই পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে সরকারের সফলতা অবশ্যই প্রশংসনীয়। কিন্তু শিক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছে দেয়া বইগুলোর মান নিয়ে প্রশ্ন উঠছে বিগত কয়েক বছর ধরেই। ২০১৭ সালের পাঠ্যবইগুলোতে ছাপার ভুল, বানান-তথ্য-ইতিহাসের নির্লজ্জ বিকৃতি নিয়ে বিভিন্ন স্তরের মানুষের মাঝে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। গণমাধ্যম, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও অন্যান্য ক্ষেত্রে মানুষের এই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। প্রাথমিকভাবে ঘটনাগুলোকে দায়িত্বে অবহেলা হিসেবে চালানোর চেষ্টা করা হলেও ধীরে ধীরে বের হয়ে এসেছে এসব বিকৃতির পেছনের ঘটনা। পশ্চাৎপদ ও মৌলবাদের তোষণনীতির কারণেই পাঠ্যপুস্তকে এই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত পরিবর্তনগুলো আনা হয়েছে। এর পেছনে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির যে ভয়ানক বিস্তার রয়েছে, তা গত কয়েক বছর ধরেই স্পষ্ট। এ বছরের পাঠ্যবই সেই সাম্প্রদায়িক অপরাজনীতির সঙ্গে সরকারের আপসরফারই চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত পাঠ্যবইগুলোতে যে ভুল ও তথ্য-ইতিহাস বিকৃতির ছড়াছড়ি, একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, এটি তিন ধরনের। এক. বানান ও তথ্যগত বিকৃতি; দুই. বাক্য গঠনে ভুল এবং তিন. মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির অনুপ্রবেশ ঘটানো। এক ও দুই নম্বর ভুলগুলো সঠিক পরিকল্পনা এবং সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাবে হচ্ছে। কিন্তু তৃতীয় ভুলটি পরিকল্পিত এবং যারা করছেন, তারা ইচ্ছাকৃতভাবেই একটি সাম্প্রদায়িক জাতিরাষ্ট্র গঠনের জন্য কাজটি করে চলেছেন। আমাদের পাঠ্যবইয়ে বিভিন্ন সময়ে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতির ঘটনা ঘটেছে। পাঠ্যবইকে বেছে নেয়া হয়েছে হীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের হাতিয়ার হিসেবে। ফলে ২০১৭ সালের পাঠ্যবইয়ে সাম্প্রদায়িকতা ও একক ধর্মের যে বিস্তার ঘটানো হয়েছে, তার পেছনেও একটি রাজনীতি আছে।